উদ্ভাবনী উদ্যোগ
পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০২২

খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা

২৩-২৫ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০২২

খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা

২৩-২৫ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০২২

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মোঃ আজহারুল আমিন

যুগ্ম-সম্পাদক

শাহ্‌নাজ পারভীন

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা ৪

১.২ উদ্দেশ্য ৪

১.৩ সফরকারী দল ৫

১.৪ পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় - খাগড়াছড়ি জেলা

২.১ খাগড়াছড়ি জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি ৬

২.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি ৬

২.৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি ৭

২.৪ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি ৮

২.৫ চাকমা সাহিত্য একাডেমি, খাগড়াছড়ি ৮

২.৬ জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি ৯

তৃতীয় অধ্যায় - রাঙামাটি জেলা

৩.১ রাঙামাটি জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি ১১

৩.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি ১১

চতুর্থ অধ্যায় - বান্দরবান জেলা

৪.১ বান্দরবান জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি ১৩

৪.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান ১৩

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ সুপারিশমালা ১৫

৫.২ উপসংহার ১৫

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার জাতীয় কৌশল' প্রণয়ন এবং অব্যাহতভাবে অনুশীলন করে আসছেন। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন নিশ্চিতকরণই এর লক্ষ্য। জনগণকে সেবা প্রদানে প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়ন অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাদের পক্ষে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাসকরণ এবং ভোগান্তি লাঘব করে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য। জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত হাতিয়ারসমূহের মধ্যে অন্যতম উপায় হচ্ছে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ও ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও রয়েছে তথ্য অধিকার আইন, নাগরিক সেবা সনদ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা। সরকারি দপ্তরে সেবাদানে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নব নব উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে অনুপ্রাণিত করার জন্য 'উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত ২৩-২৫ জুন ২০২২ খ্রি. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি টিম খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনের মাধ্যমে উক্ত জেলাসমূহের বাংলাসহ বিভিন্ন নৃ-ভাষা, তাঁদের সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছে যা আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়নে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে।

১.২ উদ্দেশ্য

বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন কাজকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু উদ্দেশ্য সাধন করতে সচেষ্ট রয়েছেন। উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

(ক) অন্যান্য দপ্তরের 'উদ্ভাবনী উদ্যোগ' পরিদর্শন লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নিজ দপ্তরে প্রচলিত সেবার মান উন্নয়ন করা। নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা গঠন করতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর নিকট সেবা প্রত্যাশী অংশীজনের সঙ্গে মত-বিনিময় ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সাধন করার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(গ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) ভবনে স্থাপিত বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ ও ভাষা-জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং নমুনা সংগ্রহ কাজকে বহুমুখী ও বিস্তৃত করা।

১.৩ সফরকারী দল

প্রতিটি সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে ই-শাসন প্রতিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্ববহ দায়িত্ব। এর আওতায় দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা একটি আবশ্যকীয় কাজ। সরকার প্রদত্ত এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক অনুমোদিত এ দলের সদস্যগণ হলেন -

- জনাব মাহবুবা অক্তার, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) - দলনেতা
- জনাব নাজমুন নাহার, উপপরিচালক (আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার) - সদস্য
- জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) - সদস্য
- জনাব ছাবিয়া ইয়াসমিন, সহকারী পরিচালক (আর্কাইভ, জাদুঘর ও গ্রন্থাগার) - সদস্য
- জনাব সিফেন ত্রিপুরা, গবেষণা কর্মকর্তা - সদস্য

১.৪ পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ধারণা গঠন কাজকে উৎসাহিত করতে কর্তৃপক্ষ সদা সচেষ্ট রয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উদ্ভাবনী ধারণা গঠনে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের জন্য নির্বাচন করা হয়।

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
- জেলা প্রশাসন, খাগড়াছড়ি;
- জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি;
- চাকমা সাহিত্য একাডেমি, খাগড়াছড়ি;
- খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

দ্বিতীয় অধ্যায় - খাগড়াছড়ি জেলা

২.১ খাগড়াছড়ি জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি

নির্ধারিত সফরসূচি অনুসারে ২২ জুন, ২০২২ তারিখ অপরাহ্ন ৪.৩০ মিনিটে সফরকারী দল যাত্রা করে। রাত ১১.১৫ মিনিটে দলটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউস প্রাঙ্গনে পৌঁছায় এবং সেখানে রাতে অবস্থান করে।

২৩ জুন ২০২২ তারিখে সফরসূচি অনুযায়ী খাগড়াছড়ি জেলার ৪টি প্রতিষ্ঠানসহ দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়, যেমন- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি; জেলা প্রশাসনের আওতাধীন দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কালেক্টরেট কিন্ডারগার্টেন ও কালেক্টরেট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়; খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি; এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর। একইসাথে খাগড়াছড়িতে অবস্থানরত চাকমা সাহিত্য একাডেমির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করা হয়।

২.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

আমাই-এর কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর উপপরিচালক জনাব জিতেন চাকমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপপরিচালক মহোদয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। এ প্রতিষ্ঠান খাগড়াছড়িতে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির নানা ডকুমেন্টারি ও স্থিরচিত্র। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়গুলোর উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেসব বিষয়ে পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা, এবং প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করে থাকে। ইনস্টিটিউট-এর উপপরিচালক জনাব জিতেন চাকমা আরো জানান, প্রতি বছর বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু উৎসব উপলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় 'মাতৃভাষা' শীর্ষক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

আলোকচিত্র-১,২ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি-তে আমাই-এর প্রতিনিধিগণ

২.৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সঙ্গে সফরকারী দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, পর্যটন শিল্প, শিক্ষা খাতে অগ্রগতি ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি খাগড়াছড়িতে অবস্থিত দু'টি বিদ্যালয় (জেলা কালেক্টরেট কিন্ডারগার্টেন ও কালেক্টরেট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়)-এ জেলা প্রশাসনের ভূমিকা তুলে ধরেন। জেলা কালেক্টরেট কিন্ডারগার্টেন-এ একেবারে সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে এবং সেখানে মায়েদের জন্য বিশ্রামকক্ষেরও ব্যবস্থা করা আছে। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়েও মায়েদের অভাব বোধ করে না। অপরদিকে, কালেক্টরেট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় একটি ভিন্নধর্মী বিদ্যালয়।

আলোকচিত্র- ০৩ : খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আমাই-এর প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

এ বিদ্যালয়টি অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষায়িত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এসব শিশুদেরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস শিক্ষক এবং কর্মচারীদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। খাগড়াছড়ির মতো পার্বত্য অঞ্চলে এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত।

আলোকচিত্র- ০৪ : আমাই-এর প্রতিনিধিবৃন্দের কালেক্টরেট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিদর্শন

২.৪ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

এরপর আমাই-এর প্রতিনিধিদল খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি-র কার্যালয় পরিদর্শন করেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নেতৃত্বদানকারী একটি সংগঠন। এ প্রতিষ্ঠানের ফিন্যান্স ও অ্যাডমিন কো-অর্ডিনেটর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তাদের সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সফরকারী দলের সম্মুখে তুলে ধরেন। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণ বিশেষত: পশ্চাদপদ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করা এ সংস্থার লক্ষ্য। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হলো জনগণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা। এ সংস্থার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের হস্তশিল্প, শিক্ষা-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় পাড়ায় যুবক-যুবতীদের নিয়ে রূপকল্প তৈরির কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ সংস্থা সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

আলোকচিত্র- ০৫ : আমাই-এর প্রতিনিধিবৃন্দের খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি পরিদর্শন

২.৫ চাকমা সাহিত্য একাডেমি, খাগড়াছড়ি

আমাই-এর কর্মকর্তাবৃন্দের খাগড়াছড়িতে পৌঁছার খবর পেয়ে জাবারাং কল্যাণ সমিতি-র কার্যালয়ে চাকমা একাডেমি, খাগড়াছড়ি-র সদস্যবৃন্দ দেখা করতে আসেন। এ একাডেমির একজন সদস্য তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমে নৃ-ভাষা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন, নৃ-ভাষা সুরক্ষার জন্য আমাই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী জনগণকে নিয়ে সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, নৃ-ভাষায় প্রণীত বই প্রকাশ করা জরুরি। এসব কার্যক্রমগুলোতে ঐসব ভাষার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি অর্থনৈতিক

বিষয়টিকেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এছাড়াও নিজ গোত্রের জনগণের মধ্যে নিজ নিজ মাতৃভাষায় পড়া ও লেখার আগ্রহ তৈরি করার জন্য তিনি সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকাও ছাপানোর কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, তিন পার্বত্য জেলা যেমন- খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার সমগ্র চাকমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয় করে প্রমিত বানান, উচ্চারণ নিয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। এজন্য তিনি আমাই কর্তৃপক্ষের সহায়তা চান।

২.৬ জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি

সফরকারী প্রতিনিধি দল সবশেষে উদ্ভাবনী ধারণা লাভের জন্য জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পরিদর্শন করেন। এ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর বিনোদন ত্রিপুরা তাদের কার্যক্রম, সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাই প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল

আলোকচিত্র-০৬ : আমাই-এর প্রতিনিধিবৃন্দের জাবারাং কল্যাণ সমিতি পরিদর্শন

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন; মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন; শিক্ষা খাতের উপর সরকারের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এ সংস্থার শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন:-

২০০৬ সালের দিকে যখন কাজ শুরু করি, তখন আমাদের কোনো উপকরণ ছিল না, নিজেরা প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে content গুলো তৈরি করতাম, আমাদের নিজেদেরও কোনো ব্যয় করার মতো অর্থ ছিল না। হাতে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে প্রথমে আমরা ককবরক, মারমা, চাকমা- এ ৩টি ভাষার ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করি। প্রথম বছরে ৬০টি লার্নিং সেন্টার, পরের বছর ১০০টি লার্নিং সেন্টার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আর্কাইভ-এ সংরক্ষণ করার মতো কিছু উপকরণ তৈরি করা হয়।

তিনি আরো জানান, তাদের সংস্থা হতে ব্লুম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে চাকমা, মারমা, ককবরক ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বই প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক 'MLE Online School' নামে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা-ভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যা এ সংস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করে থাকে। করোনাকালীন যখন ঘরে বসে শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল, তখন জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলন করা হয়। এছাড়া এ সংস্থাটি বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে মাতৃভাষাভিত্তিক গান, ছড়া, কবিতা আবৃত্তি, ছোট গল্প বলা, অভিনয়, নাচ, ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। পরিশেষে, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেসব শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে তারা শিখন কার্যক্রম চালু করেছিলেন সেগুলো আমাই কার্যালয়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

তৃতীয় অধ্যায় - রাঙামাটি জেলা

৩.১ রাঙামাটি জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি

নির্ধারিত সফরসূচি অনুসারে ২৪ জুন ২০২২ তারিখে রাঙামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করা হয়। আনুমানিক বেলা ০৪.০০টা পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, মিউজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৩.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, এবং গবেষণার মাধ্যমে যুগোপযোগী উৎকর্ষ সাধন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটির অভিলক্ষ্য। আমাই প্রতিনিধিবৃন্দ সরেজমিনে দেখেছেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণাদিসমৃদ্ধ জাদুঘর। ইনস্টিটিউটের জাদুঘর ঘুরে দেখান প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব শুভ্রজ্যোতি চাকমা।

আলোকচিত্র-০৭ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি-এর জাদুঘর পরিদর্শন

এরপর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক জনাব রুনেল চাকমা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, নৃ-ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও উন্নয়ন এ ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য। এখানে গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, কর্মশালা, নৃগোষ্ঠী বিষয়ক বইপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ এবং দূর্লভ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাই নয়, নৃ-জনগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব বর্ণমালার উপর ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মূলত নৃগোষ্ঠীদের নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা, সংরক্ষণ এবং নিজস্ব বর্ণমালায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরি করার জন্য নিজস্ব বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিক্ষা কোর্স-এর আয়োজন এ প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

আলোকচিত্র-০৮ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি-এর প্রশিক্ষণ সেশন পরিদর্শন

পরিদর্শন চলাকালীন চাকমা ভাষার উপর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান ছিল। আমাই প্রতিনিধিবৃন্দ সে প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেখানকার প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলাপ করে জানতে পারেন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব। প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ নেয়ার পরে পরবর্তীতে তা আর চর্চা করার সুযোগ তারা আর পান না। ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক আরও বলেন, এখানে যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তারা সে জ্ঞান স্কুলে প্রয়োগ করছে কিনা সেটা মনিটরিং করা তাদের একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া এ ইনস্টিটিউট পিটিআই-এর নৃগোষ্ঠী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইতোপূর্বে ১৫ টা ব্যাচে প্রায় ৪৫০ জন পিটিআই-এর নৃগোষ্ঠী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিচালক রুনেল চাকমা জানান, এ প্রতিষ্ঠানের আরও টার্গেট হলো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি পাইলট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি বিদ্যালয় বাছাই করে ৩য়-৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করেছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা ভিত্তিক জ্ঞানটা শক্ত হবে বলেও তিনি মনে করেন।

প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এটি যেহেতু শুধু ভাষা শিক্ষার একাডেমি নয়, তাই এর কিছু ঘাটতি রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষাভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তাই, বিষয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি মনে করেন, ভাষাসংক্রান্ত কাজের জন্য আর্থিক প্রণোদনা থাকলে প্রশিক্ষণগুলো ফলপ্রসূ হতে পারে।

৪.১ বান্দরবান জেলার পরিদর্শন কর্মসূচি

২৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে বিকাল ০৫.০০ টায় আমাই প্রতিনিধি দল রাঙামাটি থেকে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। রাত ৯.০০টায় বান্দরবান সার্কিট হাউজে পৌঁছায় এবং সেখানে রাতে অবস্থান করে। সফরসূচি অনুযায়ী ২৫ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান পরিদর্শন করা হয়। বেলা ০৪.০০ টা পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ সেশন পর্যবেক্ষণ করা হয়। সে রাতে বান্দরবান সার্কিট হাউজে অবস্থান করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে বান্দরবান থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়।

৪.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

২৫ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে সকাল ১০.০০ টায় আমাই প্রতিনিধি দল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান-এ পরিদর্শন করা হয়। ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক জনাব মং নু চিং আমাই-এর প্রতিনিধিদের ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক ইনস্টিটিউট-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সফরকারী প্রতিনিধিবৃন্দের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সফরকারী দলকে অবহিত করেন যে, পার্বত্য জেলা হিসেবে একমাত্র বান্দরবানেই ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (যেমন- মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খিয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া)-র বসবাস রয়েছে। এ ইনস্টিটিউট-এর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স।

আলোকচিত্র-০৯ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান-এর পরিচালকের সঙ্গে আমাই-এর প্রতিনিধিগণ

পরিচালক জনাব মং নু চিং আমাই-এর প্রতিনিধিদের জানান, দুই মাস মেয়াদি মোট ৮টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ভাষা শিক্ষা কোর্স তাদের ইনস্টিটিউটে চালু রয়েছে। এ ভাষাগুলো হলো- মারমা, ত্রিপুরা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খুমি ও চাকমা। ১৯৯২ সালে এ ইনস্টিটিউটে বর্ণমালাভিত্তিক ভাষা শিক্ষা কোর্স শুরু হয় মারমা ভাষা দিয়ে। সর্বশেষ ২০২১ সালে চাকমা ভাষার উপর ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু হয়।

এ কোর্সের মূল টার্গেট হলো স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে লিখতে ও পড়তে পারার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক বলেন, নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ভাষা শিক্ষা কোর্সটি ইনস্টিটিউটে ছাড়াও বান্দরবান জেলার অন্যান্য উপজেলায় চালু রয়েছে। শুধুমাত্র নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় কোর্সটি চালু করা হয়নি। প্রথমদিকে এ ইনস্টিটিউটে মারমা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষর দিয়ে শেখানো হতো। এখন নিজস্ব বর্ণমালা দিয়েই শেখানো হয়। বর্তমানে মারমা ভাষা স্থানীয় বাঙালিরা অনেকেই বলতে পারে। এর কারণ হলো-লেনদেনের জন্য বাঙালি ব্যবসায়ীরা স্থানীয়দের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে হয়, মারমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং বাজার-ব্যবস্থার সঙ্গে মারমাদের সম্পৃক্ততা অনেক রয়েছে। এজন্য মারমা ভাষাকে বান্দরবানে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বলা যায়। খিয়াংদের ভাষা নিয়ে তিনি বলেন, খিয়াং ভাষা নিয়ে খিয়াংদের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। খিয়াংরা বান্দরবানের রোয়াংছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বাস করে। রোয়াংছড়িতে যারা বসবাস করে তারা নিজস্ব তৈরিকৃত বর্ণমালা ব্যবহার করে। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও সমতলবাসী হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার খিয়াংরা রোমান হরফ ব্যবহার করে। এরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ও পাহাড়ের অধিবাসী বলে পরিচিত।

ম্রো ভাষা বর্তমানে জেলার আনাচে-কানাচে শেখানো হচ্ছে এবং শিখছে। ২০০৭ সাল থেকে বান্দরবান জেলা সদরের সুহালক ইউনিয়নে ম্রো আবাসিক স্কুলে ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়। ভাষা শিক্ষা কোর্সটি এ প্রতিষ্ঠানে বছরে এক বা একাধিক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্সটি চালু করার সময় রাঙ্গামাটি থেকে প্রশিক্ষক আনতে হতো, বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় কোর্সটি পরিচালনার জন্য বান্দরবান থেকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইনস্টিটিউটে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্সটি চালু হওয়ার এক বছর পর রোয়াংছড়ি উপজেলায়ও চালু করা হয়।

ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সফরকারী দলকে জানান, প্রতি বছর ৮টি ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় জাতীয় দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ রচনা প্রতিযোগিতার একটি বিশেষত্ব হলো বিষয়বস্তু ঠিক রেখে নিজ নিজ মাতৃভাষায় রচনা লিখতে হয়। বক্তৃতা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যার যার ভাষায় বক্তব্য প্রদান এবং বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজনও এ প্রতিষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যদিয়ে নিজের মাতৃভাষা চর্চার পাশাপাশি বিষয়বস্তু শেখার চেষ্টা করা হয়। মূলত ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান বম-ইংরেজি-বাংলা ও মারমা-ইংরেজি-বাংলা অভিধান প্রস্তুত করেছে এবং তা প্রকাশের কাজ চলমান।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ সুপারিশমালা

এই সফরের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। এতে করে সফরকারী দলের সদস্যবৃন্দ উদ্ভাবনী ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর সেবাদান কাজকে আরও কার্যকর, বহুমুখী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সফরলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে দলের সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো।

(ক) বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, লিপি-বৈচিত্র্য, লিখন-বিধি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশি/বিদেশি জনগণের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে 'বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ভাষা ও জীবন বৈচিত্র্য' শীর্ষক একটি গ্যালারি স্থাপন করা যেতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ এবং বিশ্বের ভাষা বৈচিত্র্য তুলে ধরার জন্য আমাই প্রাঙ্গনে দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক মানচিত্র স্থাপন করা যেতে পারে।

(গ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা প্রশিক্ষণ এবং সরকার প্রবর্তিত মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষাক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা যায়। এজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা যেতে পারে।

(ঘ) বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সাহিত্য, গবেষণালব্ধ জার্নাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটসমূহ থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার বইপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(চ) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এলাকায় জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় ভাষা বৈচিত্র্য, ভাষা সংরক্ষণে কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা যেতে পারে।

(ছ) বিভিন্ন ভাষিক নৃগোষ্ঠীর ভাষায় তাদের লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(জ) বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে ভাষা মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

৫.২ উপসংহার

তিন পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান)-য় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেশন পরিদর্শন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধিগণের উদ্ভাবনী ধারণা উদ্‌ঘাটন করার সুযোগ হয়েছে। এ পরিদর্শন অভিজ্ঞতা আমাই-এর প্রতিনিধিগণকে

দক্ষ ও সমৃদ্ধ করবে। এ সফরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সফরকারী দল ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনী জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও ধারণা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা, ভাষা জাদুঘর ও আর্কাইভের কার্যক্রম সমৃদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com